আজকের কাগজ

তারিখ 25 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের প্রতি সরকারের কেন এ অবহেলা?

কোনো দেশের উন্নতি নির্ভর করে ঐ দেশের শিক্ষার মানের ওপর। যেই দেশের লোকজন যতো বেশি শিক্ষিত সে দেশ ততো বেশি উন্নত। বাংলাদেশ একটি অনুন্নত দেশ। কারণ, এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৩ ভাগই অশিক্ষিত। তাছাড়া এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও তেমন উন্নত নয়। বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হয়। দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই বেসরকারি স্কুলগুলোতে লেখাপড়া করে। অথচ বেসরকারি স্কুলগুলোর দিকে সরকারের তেমন কোন নজরই নেই। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা ঠিকমতো তাদের সরকারি অনুদানের টাকা পাচ্ছেন না। সবসময়ই ২/১ মাস করে দেরি হচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন প্রদানের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই। সরকারের যখন মর্জি হয় তখনই বেতন প্রদানের কথা বলা হয় এবং এরপরও শিক্ষকদের হাতে বেতন পৌঁছতে পৌঁছতে আরও ১৫/২০ দিন সময় লেগে যায়। শিক্ষকদের পরিশ্রম ও মর্যাদা অনুযায়ী তাদের বেতন নিতান্তই কম। তারপরও বেতন প্রদানে সরকারের অবহেলা। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে শিক্ষকরা সরকার কর্তৃক এতটা অবহেলিত নয়। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আর সে মেরুদন্ডটি সোজা করার দায়িত্ব শিক্ষকদের। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ শিক্ষকরা কি কখনও নিজেদের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে পেরেছেন? পারেননি। সারাটা জীবন শুধু অন্যের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে

গেলেন। নিজের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর নেই। একজন শিক্ষকের জীবনে এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি থাকতে পারে? ঈদে নেই কোনো বোনাসের ব্যবস্থা। চাকরি শেষ হবার পর নেই কোনো পেনশনের ব্যবস্থা। শিক্ষক বলতে আমরা দরিদ্র, জীর্ণ-শীর্ণ, হতাশাগ্রস্ত, ক্লান্ত, নিরীহ এবং অবহেলিত এমন একজনকে বুঝি যিনি প্রাণটা নিয়ে কোনো রকমে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছেন, যার নেই কোনো সাধ-আহ্লাদ, নেই কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা। যারা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া শিখিয়ে জাতির মেরুদন্ড সোজা করবেন, এ যদি হয় তাদের অবস্থা তাহলে কিভাবে জাতির উন্নতি হবে? কিভাবে শিক্ষার মানউন্নয়ন ঘটবে? যারা জাতির ভবিষ্যত গড়বেন তাদের থাকতে হবে হতাশামুক্ত, চিন্তামুক্ত। তাদের থাকতে হবে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা। শিক্ষকদেরকে সমস্যায় রেখে জাতি তথা দেশের উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। সঙ্গত কারণেই একজন সরকারি কর্মকর্তা যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, সে ধরনের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের বেতন বর্ধিতকরণসহ নির্দিষ্ট তারিখে তাদের বেতন প্রদান করার জন্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হাসান শাহেদ (মিঠু)
নগরপাড়, কোম্পানীগঞ্জ,
কুমিল্লা।